তারিখ 25 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম 2

সংবাদ

মানুষ মানুষের জন্য

খোকসা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আজ অর্থ সংকটে শয্যাশায়ী

প্রতিনিধি, খোকসা (কুষ্টিয়া)

আর ১০ জন সাধারণ মানুষের চেয়ে চিন্তা-চেতনায় ভিন্ন এক মহান মানুষ ও আদর্শ শিক্ষক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। সারাটি জীবন যিনি মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছেন; জীবন সায়াহ্নে এসে চিকিৎসার অভাবে তাঁর জীবনে আজ অন্ধকার নেমে এসেছে। এম.এ ফাইনাল পরীক্ষার সময় তার এক গরীব সহপাঠী টাকার অভাবে ফরম পূরণ করতে পারছেন না জেনে নিজের ফরম পূরণের টাকা ওই সহপাঠিকে দিয়ে তার পরীক্ষার দেবার ব্যবস্থা করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের গল্প এখনও এলাকার মানুষের মুখে মুখে। যৌবনে স্বপ্ন দেখলেন নিজ এলাকা কুষ্টিয়ার খোকসায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার। স্বাধীনতার পর এলাকার যুবকদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন খোকসা কলেজ। পৈত্রিক জমি বিক্রি করে কলেজ নির্মাণে ও পরবর্তী বিভিন্ন সময় কলেজের প্রয়োজনে অর্থ জুগিয়েছেন। কলেজের আর্থিক দৈন্যতা কাটাতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে গুড়, পাট সংগ্রহ করেছেন। গ্রামের বিভিন্ন জনের কাছ থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে সেগুলো অন্যদের সঙ্গে তিনি নিজেও কাঁধে করে কলেজ প্রাঙ্গণে নিয়ে আসতেন। সেই কলেজটি এখন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। সরকারীকরণের ঘোষনাতেও রয়েছে। শুধু নেই সেই মহান মানুষটির আদর্শ, স্মৃতিচিহ্ন আর মূল্যায়ন।

আদর্শ শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

এই মহান মানুষটির জন্ম ১৭ নভেম্বর ১৯৪৩ সালে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার নিভৃত পল্লী ইসলামপুরে। বাবা দূর্জধন বিশ্বাস পেশায় ডাক্তার ছিলেন। মা ঊষা রাণী বিশ্বাস ছিলেন খোকসার ঐতিহ্যবাহী শ্রীরাজপুর শ্রীশ্রী রাধারমন আশ্রমের ছাত্রী।

যিনি খোকসার বুকে জ্বেলেছেন জ্ঞানের প্রদীপ, শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর হৃদয়। যার সংস্পর্শে এসে মানুষ পেয়েছে আলোর দিশা। সবার হয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় এই মহান শিক্ষক অসুস্থ হয়ে আজ বড় একাকী। জীবন কাটছে নিভৃতে, বাড়ির আঙিনার মধ্যে। এখন নিজ গ্রাম উপজেলার ঈশ্বরদী বাড়িতেই এক প্রকার শয্যাশায়ী হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এখন তিনি আর স্বাভাবিকভাবে হাঁটাহাঁটি করতে পারেন না। বাড়ির আঙিনাতে বসে দিনের অধিকাংশ সময় লেখালেখি করেন। চোখে ভালো দেখে না- একটু চোখের চিকিৎসা করার আকুতি জানান। কানে শোনেন না, কানের চিকিৎসায় একটি এয়ার মেশিন লাগানোর কথা জানান। পড়ে গিয়ে দাঁতগুলো ভেঙে যাওয়ার কথা জানালেন। মাজার একটা হাড় সড়ে যাওয়ায় হাঁটা চলা ফেরা বন্ধের কথা জানালেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন মাত্র এক লক্ষ্য টাকা হলেই মাজার অপারেশন করলে তিনি পুনরায় আগের মতো হাঁটাচলাফেরা করতে পারবেন। আমরা কি পারি না এই ফুলের মতো মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার অনুযোগ-অভিযোগ শুনে সমাধান দিতে? আসুন এ জীবন্ত জ্ঞানকোষকে পুনরায় সমাজের মাঝে ফিরিয়ে এনে নতুন সমাজ গড়ে তুলি। সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা : ডাচ বাংলা ব্যাংক, কুষ্টিয়া শাখা, হিসাব নং-১৬৮১৫১০০৫৬৭৯৬ অথবা মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, কুষ্টিয়া শাখা, হিসাব নং-০১৬৩১২১০০০১৫৮৬২ অথবা ০১৭১৬-৮৫৬৭২৮ নম্বর মোবাইলে বিকাশ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন।